ঋতুবতী নারীর রোজা ত্যাগ ও তার কাজা প্রসঙ্গ

[বাংলা]

إفطار الحائض وقضائها

(اللغة البنغالية)

লেখক : আলী হাসান তৈয়ব

تاليف : علي حسن طيب

ইসলাম প্রচার ব্যুরো, রাবওয়াহ, রিয়াদ

المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة بمدينة الرياض

1429 - 2008

ঋতুবতী নারীর রোজা ত্যাগ এবং তার কাজা প্রসঙ্গ

মু'আযাতা বিনতে আব্দুল্লাহ আল আদবিয়া র. বলেন, আমি আয়েশা রা.-কে জিজ্ঞেস করলাম,'ঋতুবতী মহিলা রোজা কাজা করবে অথচ নামাজ কাজা করবে না কেন? তিনি বললেন, তুমি কি 'হারুরিয়া' না-কি? বললাম, আমি 'হারুরিয়া' নই তবে বিষয়টি জানতে চাই। আয়েশা রা. বলেন, আমাদের হায়েজ হত। তখন আমরা রোজা কাজা করার ব্যাপারে আদিষ্ট হতাম; নামাজ কাজার ব্যাপারে আমাদের কোনো আদেশ দেয়া হত না।[১]

ইমাম তিরমিযির বর্ণনায় এসেছে, মু'আযাতা র. আয়েশা রা-এর কাছে জানতে চাইলেন, আমাদের নারীরা কি তাদের ঋতুকালের নামাজ কাজা করবে? আয়েশা রা. বললেন, তুমি কি 'হারুরিয়া' না-কি? আমাদের সবারই হায়েজ হত; তখন তো আমরা কাজা করতে আদিষ্ট হতাম না।[২]

আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর জীবদ্দশায় আমাদের হায়েজ হত, অতপর আমরা পবিত্র হতাম। তখন আমাদেরকে রোজার কাজা করতে বলতেন; নামাজের কাজা আদায় করতে বলতেন না।
ইমাম তিরমিযি হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। হাদিসটিকে হাসান আখ্যায়িত করে তিনি বলেছেন, 'আমার জানা মতে এ হাদিস অনুযায়ী ঋতুবতীরা নামাজের কাজা করবে রোজার কাজা করবে না'– এ ব্যাপারে সকল আলেম একমত।[৩]

উল্লেখ্য যে, আয়েশা রা.-'তুমি কি 'হারুরিয়া' না-কি?' বলে তার প্রশ্নকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। আর 'হারুরিয়া' মূলত খারিজীদের একটি দলের নাম। 'হারুরা' শহরের দিকে সম্বন্ধ করে এদেরকে হারুরিয়া বলা হয়। কুফার নিকটবর্তী এ শহর থেকেই সম্প্রদায়টির আত্মপ্রকাশ। এরা খুব গোঁড়ামি এবং বাড়াবাড়ি করত।[৪] এদের কেউ কেউ হাদিস এবং ইজমা'র বিপরীতে ঋতুকালে ছুটে যাওয়া নামাজসমূহের কাজা আদায় করা ওয়াজিব বলে মানত।[৫] এ জন্যই আয়েশা রা. তাঁকে এমন অসন্তুষ্টি প্রকাশক বাক্য দিয়ে জিজ্ঞেস করেছেন অর্থাৎ তুমি কি ওই সম্প্রদায়ের লোক নাকি?
হাদিস থেকে যা শিখলাম–

এক. দীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি ও সীমা লঙ্ঘন করা হারাম। যতটুকু নির্দেশ ততটুকুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকা এবং তদনুযায়ী আমল করা ওয়াজিব। আল্লাহ তা'আলা যে ব্যাপারে ছাড় দিয়েছেন সাদরে তা গ্রহণ করা উচিৎ। এবং দীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি যেমন নিষেধ তেমনি দীন থেকে একেবারে উদাসীন হওয়াও অনুচিৎ। এ ক্ষেত্রে মধ্যমপন্থা অবলম্বই সবচে' উত্তম। আর তা হলো সবসময় 'নস' তথা শরিয়তের সুস্পষ্ট বক্তব্যানুসারে আমল করা।
দুই. যে দীনের ব্যাপারে অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করবে তাকে উপযুক্ত শব্দে-বাক্যে প্রত্যাখ্যান করা যাতে উদ্দেশ্য হাসিল হয় এবং ফিতনাও সৃষ্টি না হয় শরিয়ত অনুমোদিত।
তিন. মুফতি সাহেব যখন প্রশ্ন শুনে মনে করবেন প্রশ্নকারী গোঁড়ামির মধ্যে আছে তখন তার কর্তব্য হলো, তাকে স্পষ্ট বলে দিবে আমি ঠিক আছি; বিভ্রান্তিতে নেই। যেমনটি করেছেন মু'আযাতা র.'আমি হারুরিয়া নই; শুধু

[১]. বুখারি : ৩১৫, মুসলিম : ৩৩৫
[২]. তিরমিযি : ১৩০
[৩]. তিরমিযি : ৭৮৭
[৪]. ফাতহুল বারি : ১/৪২২
[৫]. আল মুগনি : ১/১৮৮, উমদাতুল কারি : ৩/৩০০

ব্যাপরটি জানতে চাই।' বলে। এ সময় মুফতি সাহেবেরও উচিৎ তার প্রশ্নের সপ্রমাণ উত্তর দেয়া যাতে তার সংশয়ের অপনোদন হয়।

চার. শরিয়তের বিভিন্ন নির্দেশাবলীর ক্ষেত্রে সবচে' বড় দলিল হলো, আল্লাহ তাঁর রাসূলের নির্দেশ। আয়েশা রা. তাই করেছেন। তিনি উত্তর দিয়েছেন, 'তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নারীদেরকে রোজার কাজা করতে নির্দেশ দিতেন নামাজের কাজা আদায় করার হুকুম দিতেন না।' অর্থাৎ যদি কাজা করা ওয়াজিবই হতো তাহলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ব্যাপারে নির্দেশ দিতেন। কারণ তিনি উম্মতের প্রতি অত্যধিক দরদী। উম্মতের জন্য সব কিছুই তিনি সুস্পষ্ট বলে দিয়েছেন।[৬] এভাবে প্রতিটি মুসলমানের কর্তব্য আল্লাহর আনুগত্যে নিজেকে সমর্পিত করা এবং শরিয়তকে বড় জানা এবং 'নস' বা শরিয়তের বক্তব্যের কাছে স্যারেন্ডার করা। আদিষ্ট কাজগুলো করবে কেননা শরিয়ত তার নির্দেশ দিয়েছে, নিষিদ্ধ কাজগুলো বর্জন করবে কেনানা শরিয়ত তা করতে বারণ করেছে যদিও এর হিকমত ও রহস্য না বুঝে আসুক।

পাঁচ. ইবনু আব্দিল বার র. বলেছেন, 'এ কথার ওপর ইজমা হয়ে গেছে যে, ঋতুবতী মহিলা তার ঋতুকালে রোজা রাখবে না পরে এর কাজা করবে। তবে নামাজের কাজা করতে হবে না। আলহামদু লিল্লাহ এ ব্যাপারে কোনো মতবিরোধ নেই। আর যে বিষয়ে সমগ্র মুসলিম একমত হয় হক এবং অকাট্য।[৭]

ছয়. ঋতুবতীদের ওপর ছুটে যাওয়া নামাজগুলোর কাজা ফরজ না করাটা শরিয়ত যে উদার এবং সহজ তার প্রমাণ। মহিলাদের প্রতি আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহের দৃষ্টান্ত। কারণ নামাজ বারবার আসে মহিলাদের জন্য সেসবের কাজা করা কষ্টকর। তাই প্রতিটি রমণীর কর্তব্য তাদের প্রতি আল্লাহর এ বিশেষ অনুগ্রহ ও দয়ার জন্য শুকরিয়া আদায় করা।

সাত. সুবহে সাদিক উদয়ের অব্যবহিত পরেই যদি নারী পবিত্র হয়ে যায় তবুও তার সেদিনের রোজা সহিহ হবে না। তাকে সে রোজার কাজা করতে হবে। কেননা ফজর তার কাছে ফজর এসেছে যখন তার মাসিক অব্যাহত ছিল।

আট. সূর্য্য ডোবার মুহূর্তকাল পূর্বে যদি মাসিক শুরু হয়, তবে তার সেদিনের রোজা বাতিল হয়ে যাবে। এবং তাকে পরে এর কাজা করতে হবে।[৮]

নয়. যদি সূর্য অস্ত যাওয়ার ক্ষণকাল পরেই ঋতু আরম্ভ হয় তবে তার সেদিনের রোজা সহিহ হবে।

দশ. নারী যদি রোজাবস্থায় মাসিকের রক্ত নড়াচড়া অনুভব করে কিংবা ব্যাথা টের পায় কিন্তু রক্তের ধারা বের হওয়ার সূচনা হয় সূর্য ডোবার পর থেকে তাহলে তার রোজা সহিহ হয়ে যাবে।[৯]

এগার. হাদিস থেকে জানা যায়, রোগ বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা কিংবা তীব্র কষ্ট অনুভব হলে অসুস্থ ব্যক্তির জন্য রোজা ছেড়ে দেয়াই শ্রেয় যদিও তার শরীরে কিছু শক্তি বাকি থাকে। কেননা ঋতুবতী মহিলা রোজা করলে একেবারে দুর্বল হয়ে পড়ে না কিন্তু রক্ত প্রবাহ জারি থাকায় তার জন্য কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। আর রক্ত বের হওয়া একটি রোগ।

সমাপ্ত

[৬]. উমদাতুল কারি : ৩/৩০১

[৭]. আত তামহিদ : ২২/১০৭

[৮]. আত তামহিদ : ২২/১০৭

[৯]. ফাতাওয়া লাজনাতুদ দায়েমা : ১০/১৫৫